بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মক্কা বিজয়ের পর কতিপয় সামরিক অভিযান এবং তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১০ অক্টোবর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় ফিরে আসার পরও তাঁকে কিছু সামরিক অভিযানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার উল্লেখ আমি এখানে করব।

এর মধ্যে একটি হলো **কায়স বিন সা'দ বিন উবাদা'র অভিযান**, যা অষ্টম হিজরিতে সংঘটিত হয়। যখন তিনি (সা.) জি'রানা থেকে মদিনায় ফিরে আসেন, তখন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি (সা.) বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি **মুহাজির বিন আবি উমাইয়া (রা.)**-কে **সান'আ**-এর দিকে এবং **জিয়াদ বিন লাবিদ (রা.)**-কে **হাযরেমাউত**-এর দিকে প্রেরণ করেন। তিনি (সা.) আরও একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন, যার সেনাপতি নিযুক্ত করেন **কায়স বিন সা'দ (রা.)**-কে। তিনি কায়স বিন সা'দ (রা.)-কে চারশত সৈন্যসহ প্রেরণ করলেন যেন তারা ইয়েমেনের সা'দা গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। হযরত কায়স (রা.) ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সর্দার হযরত সা'দ বিন উবাদার (রা.) পুত্র। তিনি সুচিন্তিত মতের অধিকারী এবং সাহসী অশ্বারোহী হিসেবে গণ্য হতেন। দানশীলতা এবং উদারতার জন্যও তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি (রা.) যখন **কা'নাহ** নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন, তখন **সা'দা** গোত্রের এক ব্যক্তি, যার নাম যিয়াদ বিন হারিস, সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে কিছুকাল পূর্বেই মুসলমান হয়েছিল। যখন সে জানতে পারল যে এই বাহিনী তাদের গোত্রের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে, তখন সে সেখান থেকে সোজা রাসূলে আকরাম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং আবেদন করে যে, তিনি যেন প্রেরিত সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নেন। সে তার গোত্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতিও দেয়। মহানবী (সা.) তার কথা মেনে নেন এবং সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনেন। এর পরে যখন তারা (সা'দা গোত্র) ধীরে ধীরে তাবলীগের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেল, তখন তারা ইসলামও গ্রহণ করে নিল, কারণ আক্রমণ করা এবং জোর করে মুসলমান বানানো ছিল ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী, এবং এটি মহানবী (সা.)-এর নিজস্ব কর্ম ও সুন্নতেরও পরিপন্থী। মহানবী (সা.) হযরত জিয়াদ (রা.)-কেই তাদের আমির নিযুক্ত করলেন।

উয়ায়না বিন হিসন ফাযারী (রা.)-এর অভিযান। এই অভিযানটি নয় হিজরির মুহাররম মাসে বনু তামিম গোত্রের দিকে সংঘটিত হয়েছিল। এই অভিযানের পটভূমি হলো, মহানবী (সা.) হযরত বিশর বিন সুফিয়ান (রা.)-কে **বনু কা'ব** গোত্রের কাছে সাদকা (অর্থাৎ যাকাতের সম্পদ) সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন। হযরত বিশর (রা.)-এর নির্দেশে **বনু খুযা'আ**-এর সম্পদ চারপাশ থেকে তাঁর কাছে জমা হতে শুরু করল। বনু তামিম গোত্রের লোকেরা তখনও মুসলমান হয়নি, তাদের কাছে এই সম্পদগুলো খুব বেশি বলে মনে হলো। তাই তারা বলতে লাগলো: **এই ব্যক্তি কেন অন্যায়ভাবে আমাদের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে?** আর এ কথা বলে তারা তাদের তরবারি বের করে ফেলল। ঝগড়া ও সংঘাতের এই অবস্থা দেখে হযরত বিশর (রা.) কোনো প্রকার সম্পদ সংগ্রহ না করেই সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং মহানবী (সা.)-কে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। মহানবী (সা.) তখন **হযরত উয়ায়না বিন হিসন (রা.)**-কে পঞ্চাশজন আরব অশ্বারোহীর সাথে বনু তামিম গোত্রের দিকে রওয়ানা করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে সেই মরুভূমিতে পৌঁছলেন, যেখানে বনু তামিম গোত্রের লোকেরা বসবাস করছিল এবং তাদের গবাদি পশু চরাচ্ছিল। বনু তামিম গোত্রের লোকেরা এই বাহিনী দেখতে পেয়ে সবকিছু ফেলে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। তাদের এগারোজন পুরুষ, এগারোজন মহিলা এবং ত্রিশজন শিশুকে বন্দী করা হলো। তাদের মদিনায় নিয়ে আসা হলো এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে **হযরত রামলাহ বিনতে হারিস (রা.)**-এর ঘরে রাখা হলো।

এরপর, বনু তামিম গোত্রের আশি বা নব্বই জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। সেই প্রতিনিধি দলে তাদের গোত্রের কিছু বাগ্মী কবি এবং বক্তাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিনিধি দলের প্রধান বললেন যে, **আমরা কবিতা ও ভাষণে আপনার সাথে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতে চাই,** অর্থাৎ, আমরা চাই যে আপনি আমাদের সাথে বক্তৃতা ও কবিতার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন যাতে বোঝা যায় কোন জাতির বক্তা ও কবি উচ্চমানের। মহানবী (সা.) জবাবে বললেন, **কবিতা ও ভাষণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মানুষকে আহ্বান করা। তবে তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য যদি এটাই হয়, তবে তোমরা তোমাদের শিল্প প্রদর্শন করো, আমরা এর উত্তর দেব**। প্রতিযোগিতা শেষে, প্রতিনিধি দলের সাথে আসা **আক্বরা বিন হাবিস** তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর সাথীদের সামনে মন্তব্য করলেন, **তাদের বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের কবিও আমাদের কবির তুলনায় অনেক উচ্চমানের - তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে**। এরপর, যখন লোকেরা (অর্থাৎ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা) অবসর পেল তারা ইসলাম কবুল করল। মহানবী (সা.) তাদের বন্দিদের মুক্ত করে দিলেন এবং সবাইকে উপহার ও সম্মানে ভূষিত করলেন।

কুতবাহ বিন আমেরের অভিযান। এই অভিযানটি নয় হিজরির সফর মাসে সংঘটিত হয়। একটি বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাঁকে **ক্বাবালা** নামক স্থানে, আবার অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী **বিইশা**'র আশেপাশে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে এই নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ করেন। ফলস্বরূপ, মুসলমানরা আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ করে বসল, প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো এবং উভয় পক্ষের বহু লোক আহত হলো। প্রতিপক্ষ গোত্রের বহু লোক নিহত হলো এবং হযরত কুতবাহ গণীমতের সম্পদ হিসেবে উট, ছাগল ও নারীদের নিয়ে মদিনায় এলেন।

যিহাক বিন সুফিয়ান কিলাবী (রা.) এর অভিযান। এটি নয় হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত যিহাক বিন সুফিয়ান কিলাবী (রা.)-কে **ক্বিরতা** নামক স্থানে তাঁর নিজের গোত্র বনু কিলাব-এর দিকে প্রেরণ করেন। তিনি ইসলামের বার্তা পৌঁছালেন, কিন্তু গোত্রের লোকেরা তা অস্বীকার করলো এবং পরিস্থিতি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ালো। তিনি ক্বিরতা-এর অধিবাসীদের পরাজিত করলেন এবং গণীমতের সম্পদ লাভ করলেন।

এরপর **হযরত আলক্বামাহ বিন মুজায্যিয (রা.)** এর জিদ্দার দিকে অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই

অভিযানটি নয় হিজরির রবিউস সানি মাসে (অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী সফর মাসে) সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) সংবাদ পেলেন যে আবিসিনিয়ার (হাবশা) কিছু যোদ্ধা জিদ্দার উপকূলে নেমেছে। কিছু বর্ণনা অনুযায়ী, তারা মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে ডাকাতি করতে চেয়েছিল। মহানবী (সা.) তখন হযরত আলক্বামাহ (রা.)-কে তিনশো সাহাবার নেতৃত্ব প্রদান করে তাদের দিকে রওয়ানা করলেন। তাদের কাছে হযরত আলক্বামাহ (রা.)-এর আগমনের খবর পৌঁছালে, সেই লোকেরা তাদের নৌকাগুলিতে চড়ে সমুদ্রে পালিয়ে গেল। হযরত আলক্বামাহ (রা.) একটি দ্বীপ পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করলেন।

হুযূর আনোয়ার এই অভিযানের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যেখানে সেনাপতি (আমির) তাঁর সৈন্যদের আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশে কিছু লোক ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয় এবং কিছু লোক বিরত থাকে। যখন এই ঘটনাটি মহানবী (সা.)-কে জানানো হলো, তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, **যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তা থেকে আর বের হতে পারত না। কারণ, আনুগত্য কেবল ন্যায়সঙ্গত (মা'রুফ) বিষয়েই হয়ে থাকে।** হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ও এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, যে কাজগুলো শরিয়ত বিরোধী, সেগুলোতে আনুগত্য করা যায় না।

সারিয়্যা হযরত আলী (রা.)- এর বর্ণনাও পাওয়া যায়। এই অভিযানটি নয় হিজরির রবিউস সানি মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে দেড়শো জন আনসার সাহাবীর সাথে বনু তয়্যি গোত্রের **ফুলস** নামক মূর্তিটি ভেঙে ফেলার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রা.) ভোরের সময় আক্রমণ করেন এবং তাদের 'ফুলস 'নামক মূর্তিটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। তিনি বিপুল সংখ্যক বন্দী ও গবাদি পশু কব্জা করেন। এই গোত্রটি বিখ্যাত দানশীল **হাতিম তায়ী**'র গোত্র ছিল এবং বন্দীদের মধ্যে তাঁর কন্যা **সাফানাহ**ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পুত্র **আদী**, যিনি গোত্রের সর্দার ছিলেন, তিনি পালিয়ে সিরিয়ার (দামেস্কের) দিকে চলে যান। মহানবী (সা.) সাফানাহর বারবার অনুরোধে তাঁকে মুক্তি দেন। মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি মুসলমানও হয়ে যান। নবী করিম (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁর ভাই আদী-এর কাছে সিরিয়ায় পৌঁছান। এবং তাকে যত দ্রুত সম্ভব মহানবী (সা.)-এর কাছে মদিনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। মহানবী (সা.) আদী-এর ধর্ম এবং তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়াদি সম্পর্কে কিছু কথা বলেন, যার মধ্যে কিছু কথা এমন ছিল যা আদী ছাড়া অন্য কারও জানা ছিল না। আদী বলেন, মহানবী (সা.)-এর সদাচারণ এবং এই সমস্ত কথা দেখে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। হযরত আলী (রা.)-এর এই অভিযানের কিছু সময় পর তয়্যি গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

এরপর **উকাশাহ বিন মিহসান (রা.)**-এর অভিযানের উল্লেখ রয়েছে, যা নয় হিজরির রবিউস সানি মাসে **জানাব**-এর দিকে সংঘটিত হয়েছিল। এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ আর বেশি পাওয়া যায়নি। শুধু এতটুকুই উল্লেখ আছে যে, এই অভিযানটি সংঘটিত হয়েছিল।

হুযূর আনোয়ার **গাযওয়া-ই-তাবুক** সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক কথা পেশ করেন, যা নয় হিজরির রজব মাসে (সেপ্টেম্বর ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) সংঘটিত হয়েছিল। এটি ছিল নবী করিম (সা.)-এর পবিত্র জীবনের শেষ গাযওয়া (যুদ্ধ)। তাবুক নামক একটি ঝর্ণার পাশে অবস্থান করার কারণে এই গাযওয়াকে 'গাযওয়া-ই-তাবুক' বলা হয়। পবিত্র কুরআনে গাযওয়া-ই-তাবুককে **'সা'আতুল উসর'** অর্থাৎ 'কষ্টের মুহূর্ত' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এতে মুসলমানদেরকে অত্যন্ত কঠিনতা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গাযওয়া-ই-তাবুকের মৌলিক কারণ এটাই মনে হয় যে, মক্কা বিজয়, বনু হাওয়াযিনের মতো শক্তিশালী গোত্রের চরম পরাজয় এবং আরবের আশেপাশে সব গোত্রের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিকরা তাদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখে দুই দিক থেকে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। তারা তখনকার সুপারপাওয়ার অর্থাৎ রোমান সম্রাট (কায়সার-ই-রোম)-কে প্রস্তুত করে যেন সে তার সৈন্য প্রেরণ করে, যাতে মুসলমানদের মূলোৎপাটন করা যায়। আবার অন্যদিকে, মুনাফিকরা মদিনায় এই গুজব ছড়াতে শুরু করে যে রোমান সম্রাট তার সেনাবাহিনী

রওয়ানা করছে, যা মদিনায় মুহাম্মদ (সা.)-সহ সমস্ত মুসলমানকে নির্মূল করে দেবে। এইভাবে, মুনাফিকরা এবং অন্যান্য বিরোধীরা চাইছিল যে সম্ভবত মহানবী (সা.) নিজেই সেনাদলের মোকাবেলা করার জন্য মদিনা থেকে সিরিয়ার দিকে বেরিয়ে যাবেন। আর উভয় পরিস্থিতিতে, সফরের কঠিনতা অথবা রোমান সম্রাটের সাথে মোকাবেলা নাউযুবিল্লাহ্ মুসলমানদের এবং মহানবী (সা.)-এর ধ্বংসকে নিশ্চিত করবে।

হুযূর আনোয়ার বলেন, এর আরও দীর্ঘ বিস্তারিত বিবরণ আছে, যা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করব।

সবশেষে হুযূর আনোয়ার বলেন: আজকে রাবওয়ার গোলবাজারে অবস্থিত মেহেদী মসজিদে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করেছে। আর আমাদের পাঁচ-ছয়জন লোক আহত হয়েছেন। দু'জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন, তাদের পেটে গুলি লেগেছে। তাদের অপারেশনের প্রক্রিয়া চলছে। আল্লাহ্ করুন যেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। বাকি আহতদের ওপরও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ কৃপা করুন। আমাদের নিরাপত্তা কর্মীরা একজন সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছেন এবং একজন পালিয়ে গেছে। আল্লাহ্তা'আলা এই সন্ত্রাসীদের এবং আইন ভঙ্গকারী ও জামা'ত-বিরোধীদের দ্রুত গ্রেফতার করুন।

পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকার এই দাবি করছে যে পঞ্জাবে শতকরা একশ ভাগ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে গেছে এবং এখন কোনো অপরাধী নেই। কিন্তু আহ্মদীদের ওপর যে নিয়মিত হামলা হয়, হত্যা করা হয় (শহীদ করা হয়) বা আহত করা হয়, তাদের সম্পদে আগুন লাগানো হয়-সম্ভবত এগুলোকে তারা অপরাধ বলে মনে করে না!

আল্লাহ্তা'আলা এই সরকারগুলিকেও বুদ্ধি দান করুন এবং অতি দ্রুত জামা'তের পক্ষে কোনো বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ করুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)
10 *October* 2025
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in